ISSN2278 - 3776

চান্দ্রভাষ

চান্দ্রভাষ

কবি ও কবিতা বিষয়ক সর্বভারতীয় ত্রৈঋতুক

Scanned by CamScanner

চান্দ্রভাষ
ISSN2278-3776
ত্রয়োবিংশ বর্ষ
পঁয়তাল্লিশতম সংখ্যা
প্রকাশ কাল : পৌষ-জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ়-অগ্রহায়ণ যুগ্ম সংখ্যা ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর যুগ্ম সংখ্যা ২০১৯
সম্পাদক
অজিত ত্রিবেদী
শান্তা চক্রবর্তী
সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
দিলীপ দত্ত গৌতম দাশগুপ্ত কালীপদ ঘোষ মীনা মুখোপাধ্যায় পিন্টু রায়চৌধুরী
অর্পিতা চক্রবর্তী
বহির্বঙ্গের পরামর্শ দাতা ও শুভানুধ্যায়ী
ড. নমিতা ভট্টাচার্য (বারাণসী)
ড. বিনয়কুমার মাহাতা জহরলাল মাহাত অনন্তলাল মাহাত (ঝাড়খণ্ড)
দপ্তর সচিব
বাসুদেব মণ্ডল আকাঙ্খা
প্রচ্ছদ
চারু পিন্টু (বাংলাদেশ)
অলংকরণ
শুভাশ্রয় হিরণ মিত্র দেবব্রত ঘোষ মুক্তিরাম মাইতি শান্তনু দে কৃষিতা বসু কৌশিক বসু ঐশ্বর্য্য
প্রকাশক
'চান্দ্রভাষ কবিতা আকাদেমি'-র মুখপত্র © 'চান্দ্রভাষ'-এর পক্ষ থেকে অজিত ত্রিবেদী ও শান্তা চক্রবর্তী কর্তৃক জেড-৫২, পঞ্চসায়র, পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা-৯৪ থেকে প্রকাশিত এবং সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
বর্ণ বিন্যাস
কৌশিক বসু
গৌরী ডট্ কম্, চলভাষ : ৯৮৭৪৪৮৫১০৪
মুদ্রক
চান্দ্রভাষ প্রিন্টিং সেট-আপ
e-mail : chandrobhas.ajit@gmail.com
চলভাষ : ৯৮৩৬৩৬৭০১৬, ৯১২৩০৫৩৪৪৫ (হোয়াটস্অ্যাপ)

পরিবেশক

অফবিট : ৬ডি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯
ধ্যানবিন্দু : কলেজ স্কোয়ার ইস্ট, কলকাতা
সুব্রত বুক স্টল : যাদবপুর ১নং রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম
সুবর্ণরেখা : শান্তিনিকেতন, বীরভূম
মারোয়া বুক কর্ণার : ৮ম তলা (৮০৫) রোজভিউ প্লাজা লিমিটেড
১৮৫ বীর উত্তম সি আর দত্ত রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫
পাঠক সমাবেশ : ১৭/এ, আজিজ কো-অপারেটিভ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা
শিলালিপি সাহিত্য সংঘ : আদিত্যপুর, জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড
রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় : (পেট্রোলপাম্পের পাশে), ঘাটশিলা, ঝাড়খণ্ড
রেবতীমোহন দাশ : যোগেন্দ্র নগর, জেলা-পশ্চিম ত্রিপুরা, ৭৯৯০১০
ঊষা গিফ্‌ট সেন্টার : চাকুলিয়া, (পুরাতন বাজার), পূর্ব সিংভূম (ঝাড়খণ্ড)
জনশক্তি বুক স্টোর্স : (নতুন বাজার), চাকুলিয়া, পূর্ব সিংভূম (ঝাড়খণ্ড)
ধানসিঁড়ি : রমেন্দ্রপল্লী (দোলনা স্কুলের পাশে, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১৩৪

মূল্য : সাড়ে তিন'শো টাকা
[ত্রিপুরা, অসম, বাংলাদেশ ও ঝাড়খণ্ড- তিন'শো পঁচাত্তর টাকা]

চান্দ্রভাষ

১.
কোঠাবাড়ি, হিঙ্গলগঞ্জ
উত্তর ২৪ পরগনা, ৭৪৩৪৩৫

যো গা যো গ

২.
জেড-৫২, পঞ্চসায়র, পূর্ব যাদবপুর
কলকাতা-৯৪

Scanned by CamScanner

অন্তরে বাহিরে
উন্মোচিত গৌতম বসু ১৬৭-১৮৪
অনুবাদ কবিতা
জ্যোতির্ময় দাশ মধুভাষ মিত্র গৌতম হাজরা ১৮৫-১৯১
বিশেষ রচনা
অম্বিকেশ মহাপাত্র
'হীরক রাজার দেশে'—ফিরে দেখা ১৯২-২০০
প্রবন্ধ : খ.
লোপামুদ্রা চক্রবর্তী
শিল্পে দর্শন, শিল্পে নান্দনিকতা ২০১-২০৯
দোলনচাঁপা গাঙ্গুলি
বাংলা মুদ্রণশিল্পের সূচনাপর্ব ২১০-২১৬
মৌসুমী দত্ত
অন্দরমহলের লোকশিল্প ২১৭-২২৩
মেঘলামন চক্রবর্তী
অথ নারীকথা ২২৪-২৩১
পুনঃ পাঠ :
কৃষ্ণা দাস
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চোখে বিদ্যাপতি ও জয়দেব ২৩২-২৩৫
অর্পিতা চক্রবর্তী
'আমার মন' : যাপিত জীবনের তত্ত্ব ও সত্য ২৩৬-২৪০
পিন্টু রায়চৌধুরী
অপরূপের রূপসন্ধানে যৌবনের পদযাত্রা : বলেন্দ্রনাথের 'কণারক' প্রবন্ধ ২৪১-২৪৬
দু'টি কবিতা :
উদয়ন ভট্টাচার্য সসীমকুমার বাড়ৈ রুহুল আমিন হক মণ্ডল আশিস সরকার সুনীল মাজি গৌতম দে কানাইলাল জানা দেবাশিস প্রধান ভবানীপ্রসাদ গুইন গৌতম দাশগুপ্ত পীযূষ বাক্চি ভবেশ বসু স্বরূপ মণ্ডল আশিস মিশ্র শান্তা চক্রবর্তী কালীপদ ঘোষ সুশান্ত চক্রবর্তী অজয় চক্রবর্তী ২৪৭-২৬৭
ব্যক্তিগত গদ্য
ধীমান চক্রবর্তী
না দেখতে পাওয়া প্রতিচ্ছবি ২৬৮-২৬৯
কবিতাযাপন
চিত্তরঞ্জন হীরা
সত্তার বাইরের ও ভেতরের আমিটুকু ২৭০-২৭৬

Scanned by CamScanner

আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠাই হল মানুষের প্রধান লক্ষ্য। আত্মার সাকারাত্মক রূপের বহির্প্রকাশ অনন্তকাল ধরে সূর্যের প্রসর দীপ্তির মধ্যে দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে। সূর্য শক্তির আধার, প্রাণীকুলের এবং উদ্ভিদকুলের প্রধান চালিকা শক্তি। সূর্য অনন্ত অসীম আনন্দের প্রতীক। সূর্য নিজে স্বপ্রকাশ বলেই তাকে প্রকাশ করবার জন্য অন্য একটা আলোর দরকার হয় না, সে যেন আপনাতে আপনি স্বয়ং সম্পূর্ণ। পৃথিবীর ইতিহাসেও প্রাণ সৃষ্টির মূলে আছেন সূর্য। বিশ্বের সর্বত্র ইমি মহাশক্তির আধার বা দেবতারূপে পূজিত হন। তবে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সূর্য নানারূপে প্রকাশ পেলেও দেবতার প্রকাশ ঘটে আত্ম-উপলব্ধিতে। আত্মপোলব্ধিতে বাহ্যজ্ঞান বাঁধা স্বরূপ। ভারতবর্ষের উড়িষ্যা প্রদেশে অবস্থিত কণারক মন্দির যার প্রকৃত নিদর্শন।

কণারকের সূর্যমন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যার রাজা নরসিংহ দেবের দ্বারা। প্রতিষ্ঠাকালে এর উদ্দেশ্য যাই হোক পরবর্তীকালে সকল দর্শণার্থীর কাছে মন্দিরের দৈব অনুভূতিকে ছাপিয়ে প্রধান হয়ে ওঠে নর-নারীর জৈব রতিচিত্র আর তার অভ্যন্তরস্থ দৃশ্যময়তা। অন্য সকলের মতোই রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভাইপো বলেন্দ্রনাথও এই মন্দির পরিদর্শন করে আশ্চর্য হয়েছেন। কিন্তু উপর্যুপরি পাওনা হিসাবে তিনি উপহার দিয়েছেন

Scanned by CamScanner

করিয়াছেন; তিনপক্ষ কাল এই বটতরুতলে বসিয়া সূর্যমন্ত্র জপ করিলে মানব তৎক্ষণাৎ চরম সদগতি লাভ করে। এখানে রথযাত্রা দর্শন মাত্রে সূর্যের শরীরী রূপ দর্শনলাভ ঘটে। যে পুণ্যজন এইখানে আসিয়া অনন্যমনে নবগ্রহের স্তোত্র পাঠ করিতে পারেন, তিনি ধন্য।"

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী দর্শন অথবা বিশ্ববিজ্ঞান চর্চার মূলে সূর্যের স্বপ্রকাশ সত্তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চললেও, সমস্ত যুক্তি তর্কো অনুভূতির অন্তরালে বিরাজ করেন আত্মার স্বরূপ। কণারক মন্দিরের গর্ভগৃহে একান্ত নির্জনে দেবতার অবস্থানকে জানা সকলের ক্ষেত্রে অবাধ নয়; তাঁকে জানতে হয় নিগূঢ় সাধনায়। মন্দিরে বাইরের প্রাচীরে উল্লাসিত উদ্দাম কামচর্চা সেই সাধনার অন্তরায়। এ প্রসঙ্গে অদ্ভুতভাবে স্মরণে আসে আনুমানিক দশম-দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত বৌদ্ধ সাধনতত্ত্ব বিজড়িত প্রথম বাংলা সাহিত্যমূলক গ্রন্থ 'চর্যাপদ'-এর কথা। সেখানে গ্রন্থ পরিকল্পনার কেন্দ্রে সাহিত্য মূল্যের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল গূঢ় তত্ত্বকে লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়াস। চর্যাপদগুলি আসলে ছিল তৎকালে বৌদ্ধ সহজিয়াদের দ্বারা রচিত ছোট ছোট সাধনসঙ্গীত। প্রত্যেকটি পদে কুহেলিকা সম শব্দ যোজনার অন্তরালে সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। চর্যার প্রথম পদেই একথা বলা হয়েছে—মনুষ্য দেহ (কায়ারূপ বৃক্ষ) অজ্ঞানতার প্রভাবে (বৃক্ষের ডাল বা শাখা-প্রশাখা) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বশীভূত হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়ের গতি শরীরবৃক্ষের বহির্দ্বারে, তাই শরীরবৃক্ষের বাইরে এত ভোগের আয়োজন। একমাত্র সাধকই পারে সাধনার দ্বারা সেই সমস্ত শরীরী প্রলোভনকে জয় করে নির্জন বা আত্মজ্ঞান লাভ করতে। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের মুহূর্তে আলো-আঁধারি ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে চর্যার সাধকরা আত্মতত্ত্ব মূল্যায়নে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। প্রসঙ্গত আমরা জানি উড়িষ্যা মন্দিরমালার সর্বকনিষ্ঠ কণারক মন্দিরের নির্মাণ ত্রয়োদশ শতকে। স্বাভাবিক ভাবেই ঐ কালপর্বে স্থাপিত মন্দিরের বহির্গাত্রে ভোগ-বিলাস চর্চার অন্তরালে সূর্যদেবতার মহিমা; অন্যদিকে কিছু কাল পূর্বে রচিত চর্যাপদের পদসমূহে ইন্দ্রিয় দমন প্রক্রিয়ার অন্তরালে আত্মানুসন্ধানের প্রচেষ্টা—দুইটি বিষয়ই পরস্পর সাযুজ্যপূর্ণ। উড়িষ্যাতে কলিঙ্গ রাজত্বের পরিব্যাপ্তির মধ্যে দিয়ে বহু পূর্বে থেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রভাব ছিল। আমাদের মনে হয় রাজা নরসিংহদেব (১২৩৮-৬৪) এই মন্দির নির্মাণের প্রাক্‌কালে বৌদ্ধ মতাদর্শের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে কণারক মন্দিরের পরিকল্পনাকে এরকম তাত্ত্বিক রূপদান করতে সমর্থ হয়েছেন। সূর্যমন্দির বা কণারক নামে প্রচলিত ভারতের এই মন্দির শিল্পকলার মহিমা আজ শত শত বছর পরেও তিলমাত্র ম্লান হয়নি। কেবলমাত্র কালের নিষ্ঠুর নিয়মে প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথের বয়ানে এই আক্ষেপোক্তি উচ্চারিত হয়েছে—"কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত, যেন কোন প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবালশয্যার এখানে নিঃশব্দে

Scanned by CamScanner